শৌলের নির্বাচন

(Election of Saul)

১ম শমূয়েল ১০ অধ্যায় ১৭-২৭ পদ

ঈশ্বরের আজ্ঞায় শমূয়েল গোপনে শৌলকে ইজ্রায়েলের রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করেছিল। কিন্তু এরপর শমূয়েলের দায়িত্ব হল, ইজ্রায়েলের সমস্ত মানুষ যাতে ঈশ্বরের মনোনীত সেই ব্যক্তিকে চিনতে পারে ও স্বীকার করে, তার ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে শমূয়েল সমস্ত ইজ্রায়েলকে পুনরায় মিস্পাতে মিলিত হতে বলল: ***"পরে শমূয়েল লোকদেরকে মিস্পাতে সদাপ্রভুর কাছে ডাকল"*** (১০:১৭)। কয়েক বৎসর আগে শমূয়েল এখানে অনুতপ্ত ইজ্রায়েলকে একবার মিলিত করেছিল (৭:৫) এবং সেখানে সদাপ্রভুর কাছে পাপস্বীকার, প্রার্থনা, ও হোমবলি উৎসর্গের পর ইজ্রায়েল ফিলিস্তীনীদের (পলেষ্টীয়দের) বিরুদ্ধে অলৌকিক জয় (সদাপ্রভুর দ্বারা মহবজ্রনাদে গর্জনের মাধ্যমে) পেয়েছিল। এবার শমূয়েল ইজ্রায়েলের সমস্ত লোককে সেখানে মিলিত হতে বলেছে, কারণ তাদের সমস্ত বংশের মধ্য থেকে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত সেই রাজাকে **নির্বাচিত** করতে চলেছে, যে তাদের বিচার করবে ও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সামনে থেকে যুদ্ধ করবে।

ক। ইজ্রায়েলের রাজা হিসাবে শৌলের নির্বাচনের পদ্ধতি *(Method of Election)*

আমরা প্রথমে সেই সময়ের ইজ্রায়েলের পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। ৮ অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম ইজ্রায়েলের প্রাচীনরা তাদের প্রতিবেশি দেশ ও জাতির অনুকরণে রাজা চেয়েছিল, এবং ঈশ্বর তা সমর্থন না করলেও তার পক্ষে অনুমতি দেওয়ায় শমূয়েল লোকদের এমন ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, তাদেরকে রাজা দেওয়া হবে। এরপর যদিও ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপে শমূয়েলের সঙ্গে শৌলের সাক্ষাৎ ঘটেছিল ও শমূয়েল গোপনে শৌলকে ইজ্রায়েলের রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করেছিল, কিন্তু তা ইজ্রায়েলের সমস্ত সাধারণ মানুষের অজানা ছিল। তারা কেবল একটি ঘটনার কথা শুনেছিল, আর তা হল, শমূয়েল রামাতে ত্রিশজন বিশেষ নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সঙ্গে বলিদান-ভোজে অংশ নিয়েছে (৯:২২)। এর থেকে আমরা সহজেই ধরে নিতে পারি যে, ইজ্রায়েলের সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের উপর রাজা হিসাবে কে নির্বাচিত হবে, সে বিষয়ে গুঞ্জন চলছিল। হতে পারে, তাদের মধ্যে শৌলের মতো অনেকেই ছিল, যারা তাদের জাতিকে শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করতে রাজা হতে আগ্রহী ছিল। এমন সময় শমূয়েল যখন তাদেরকে মিস্পাতে মিলিত হতে বলেছিল, তখন তাদের মধ্যে রাজার নির্বাচন ঘিরে সমস্ত প্রত্যাশা চরম শিখরে পৌঁছেছিল।

তাদের মধ্য থেকে রাজাকে নির্বাচিত করার আগে শমূয়েল যে কাজটি করেছে, তা হল, রাজা চেয়ে তারা কী ধরণের বিপদজনক ঝুঁকি নিতে চলেছে, যার জন্য হয়ত তারা একদিন আক্ষেপ করতে বাধ্য হবে, সে বিষয়ে শমূয়েল পুনরায় তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে ১৮-১৯ পদে, শমূয়েল যে কথা ইজ্রায়েলকে শুনিয়েছে, তাকে তার নিজের কথা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কথা বলে শমূয়েল উপস্থিত করেছে, যেহেতু এই সময় ঈশ্বর শমূয়েলের কাছে তাঁর বাক্য প্রকাশ করতেন (৩:২১)। এই কথা বলেতে গিয়ে, শমূয়েল ইজ্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর অনুগ্রহকে ঈশ্বরের প্রতি ইজ্রায়েলের অগ্রাহ্য করার কাজের সঙ্গে তুলনা করেছে। মিসর ও অন্য সমস্ত উপদ্রবী রাজ্যের দুর্দশা ও সঙ্কট থেকে ঈশ্বর যখন ইজ্রায়েলকে **নিস্তার** করেছে, ইজ্রায়েল তখন মানুষ-রাজা চেয়ে সেই ঈশ্বরকেই **বর্জন** করেছে। এর মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ইজ্রায়েল অকৃতজ্ঞতার কাজ করেছে।

যাইহোক, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার পর, শমূয়েল মিস্পাতে সমস্ত ইজ্রায়েলকে বলেছে: ***"তোমরা এখন নিজের নিজের বংশ অনুসারে সহস্র সহস্র অনুসারে সদাপ্রভুর সামনে উপস্থিত হও"*** (১৯খ)। "সদাপ্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়ার" অর্থ, মিস্পাতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলি উৎসর্গ করার জন্য যে বেদি নির্দিষ্ট ছিল, যেখানে ৭:৯ পদানুসারে, শমূয়েল হোমবলি উৎসর্গ করেছিল, তার সামনে উপস্থিত হয়েছিল। ২০ পদে আরও বলা হয়েছে, ***"পরে শমূয়েল ইজ্রায়েলের সমস্ত বংশকে একত্র করার পর, বিন্যামীন বংশ নিশ্চিত হল।"*** এই পদে যদিও সমস্ত বংশের মধ্যে বিন্যামীন বংশকে কোন্ পদ্ধতিতে নিশ্চিত করা হয়েছিল, তা বলা হয়নি; তথাপি ধরা যেতে পারে যে, সেই সময়কার বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হিসাবে গুলবাঁট পদ্ধতিকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল (১৪:৪১-৪২ পদে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ইজ্রায়েলের মধ্যে কে পাপ করেছে, সাধারণ মানুষ না শৌল-যোনাথন, তা ধরতে গুলিবাঁট পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়েছে; যিহোশূয় ৭:১৫-১৮ পদেও বর্জিত দ্রব্য চুরি করার পর, আখনকে ধরতে গুলিবাঁট পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে; নতুন নিয়মেও প্রেরিত ১:২৬ পদে যিহূদার স্থানে দ্বাদশ শিষ্যকে নির্বাচিত করতে গুলিবাঁট পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছিল)। এখন, হিতোপদেশ ১৬:৩৩ পদে বলা হয়েছে, ***"গুলিবাঁট কোলে ফেলা যায়, কিন্তু তার সমস্ত নিষ্পত্তি সদাপ্রভু থেকে হয়।"*** অর্থাৎ, তখন গুলিবাঁট পদ্ধতিকে ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত জানার উপায় হিসাবে চিন্তা করা হত। আর তাই ইজ্রায়েলের রাজাকে নির্বাচিত করার জন্য শমূয়েল যখন এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করেছিল, তখন তার দ্বারা একদিকে যেমন শৌলকে ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে সমস্ত জাতির সামনে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়েছিল (এবং এর দ্বারা সেই ভ্রান্তচিন্তাকে দূর করা সম্ভব হয়েছিল যে, শৌল হল শমূয়েলের পছন্দ); তেমনই অন্যদিকে, শৌল নিজেও ইজ্রায়েলের উপর রাজা হিসাবে নিজের মনোনয়নকে ঈশ্বরের কাজ হিসাবে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছিল।

গুলিবাঁটের দ্বারা যেমন বিন্যামীন বংশ নিশ্চিত হয়েছিল, ধরা যেতে পারে সেই একই পদ্ধতির ব্যবহার করে বিন্যামীনের মধ্যে মট্রীয় গোষ্ঠীকে, এবং মট্রীয়র মধ্যে কীশের পরিবারকে নিশ্চিত করা হয়েছিল; এবং শেষে কীশের পরিবারের মধ্যে শৌলকে নিশ্চিত করা হয়। এখন, ১শমূয়েলের লেখক আমাদের পূর্বেই জানিয়েছে যে, এই দায়িত্বের জন্য ঈশ্বর শৌলকে মনোনীত করেছিলেন। এখন সেই সত্য শমূয়েলের জানা থাকা সত্ত্বেও, শমূয়েল কেন এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করেছিল? গুলিবাঁট পদ্ধতির অবতারণা না করে, শমূয়েল প্রথমেই ইজ্রায়েলকে এই কথা বলতে পারত যে, শৌলই ঈশ্বরের সেই মনোনীত ব্যক্তি? কিন্তু শমূয়েল তা করেনি। কেন?

আমাদের মধ্যে যে চিন্তাটা বেশির ভাগ সময় কাজ করে থাকে, তা হল, আমরা যখন কোনও ব্যক্তিকে ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে মনে করি, তখন আমরা তাকে বেছে নেবার সুযোগ থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে থাকি। ফলস্বরূপ, আমরা সেই নির্বাচন পদ্ধতিকে পর্যন্ত নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে প্রভাবিত করে থাকি। আর দুদিন পরে (৬ই নভেম্বর) আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হতে চলেছে। আর এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিলি গ্রেহাম সেই দেশের বিশ্বাসীদের সেই প্রার্থীকে ভোট দিতে আহ্বান করেছে, যে বাইবেলের নৈতিক শিক্ষাকে স্বীকার করে ও ইজ্রায়েল জাতির পক্ষে কাজ করতে আগ্রহী। এখন এর থেকে খুবই পরিষ্কার বিলি গ্রেহাম তার দেশের বিশ্বাসীদের কাকে ভোট দিতে বলেছে। কিন্তু এইভাবে লোকদের প্রভাবিত করাটা কি ঠিক কাজ? শমূয়েল ঈশ্বরের মনোনয়ন সম্বন্ধে একশো ভাগ নিশ্চিত ছিল, কিন্তু সে কোনওভাবেই লোকদের প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেনি। কারণ, শমূয়েল ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করত। সে জানত যে, যে কোনও পদ্ধতিই ব্যবহার করা হোক-না-কেন, ঈশ্বর তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকেই নির্বাচিত হতে দেবেন; তাঁর সেই কাজে আমাদেরকে তাঁকে সাহায্য করার কোনও প্রয়োজন নেই।

অন্যদিকে, শমূয়েল যখন ইজ্রায়েলের রাজাকে নির্বাচিত করতে লোকদের মিলিত হতে বলেছিল, তখন সে কোনও বংশের প্রতি কোনও প্রকার মুখাপেক্ষা প্রদর্শন করেনি। কারণ ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তির প্রজা হিসাবে তাদের মধ্যে কাউকে অভিজাত বলে পৃথক করার কোনও সুযোগ ছিল না। সমস্ত ইজ্রায়েলই ছিল সমান। আর তাই তাদের রাজাও তাদেরই মধ্য থেকে একজন নির্বাচিত হয়েছিল ও নির্বাচত হবার পর সে তাদেরই মধ্যে এক জন লোক ছিল। আজ আমরা আমাদের মণ্ডলীতে এই মনোভাবের প্রকাশ রাখি কি?

খ। শৌলের এই নির্বাচনে তার নিজের প্রতিক্রিয়া *(Saul's Own Reaction at his Election)*

২১ পদের শেষাংশে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"কিন্তু খোঁজ করলে তার (শৌলের) উদ্দেশ পাওয়া গেল না।"*** অর্থাৎ, শৌল নিখোঁজ। এর অর্থ, গুলিবাঁটের মাধ্যমে যখন কীশের পরিবার নিশ্চিত হয়েছিল, তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তার পরিবারে রাজা হবার মতো কে কে আছে। তখন কীশ যে উত্তর দিয়েছিল, তাকে ভিত্তি করে তার ছেলেদের নামে পুনরায় গুলিবাঁট করা হয়েছিল, এবং তাতে শৌলের নাম উঠেছিল। কিন্তু শৌল নিজেকে লুকিয়েছে, আর তাই তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়াটা খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌমত্বে গুলিবাঁটের মাধ্যমে তাকে মনোনীত করেছেন। আর তাই ২২ পদে বলা হয়েছে, ***"তারা পুনরায় সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করল, আর কেউ কি এই স্থানে এসেছে?"*** তাদের এই প্রশ্নের অর্থ, শৌলের খোঁজ করতে, যাদের কাছে তার খোঁজ পাওয়া যেতে পারে বলে তারা মনে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছে, তারা তাদের অন্বেষণ করেছে, কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি; তাহলে, কি শৌল অন্য এমন কোনও ব্যক্তির সঙ্গে এখানে এসেছে, ও আছে, যার খোঁজ তারা এখনও করেনি? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বর বলেছেন, *"দেখ, সেই ব্যক্তি জিনিসপত্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে"* (২২খ)।

এমন একটি সাধারণ প্রশ্নের উত্তর পর্যন্ত পেতে, আমরা এখানে তাদেরকে ঈশ্বরকে প্রশ্ন করতে দেখছি। এই প্রশ্ন যে শমূয়েল ঈশ্বরকে করেছিল, তা নয়। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে এই প্রশ্ন ছিল অন্যদের। আমরা জানি, শমূয়েলের কাছে ঈশ্বর তাঁর বাক্য প্রকাশ করতেন; কিন্তু এখানে ইজ্রায়েলের নেতৃবর্গকে আমরা ঈশ্বরের উত্তর উপলব্ধি করতে দেখছি। এটা কীভাবে সম্ভব হল? অথবা, তারা কোন্ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের কাছে তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল, ও তাঁর কাছ থেকে উত্তর পেয়েছিল? ধরা যেতে পারে, ইজ্রায়েলের রাজাকে নির্বাচিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সভা বা সম্মেলনে ইজ্রায়েলের প্রধান যাজকও উপস্থিত ছিল। আর সেই প্রধান যাজকের বুকপাটায় যে ঊরীম ও তুম্মীম থাকত (যাত্রা গণনা ২৭:২১; বিচার ২০:২৭-২৮; ১:১-২), তার সাহায্যে ঈশ্বরের সঙ্গে এই যোগাযোগ সম্ভব ছিল। যাইহোক, ঈশ্বর তাদেরকে জানালেন যে, মিস্পাতে যে এতো লোক মিলিত হয়েছে, তারা যখন এসেছে, তারা তাদের সঙ্গে যে সমস্ত মালপত্র এনেছে, তার মধ্যে শৌল নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে।

এখন, প্রশ্ন হল শৌল কেন এমন কাজ করেছে? রাজা হিসাবে নির্বাচিত হয়ে শৌল কেন এমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে? শৌল যে ইজ্রায়েলের রাজা হওয়াকে এড়াতে এমন কাজ করেছিল, তা মেনে নেওয়া যায় না; কারণ তার নিজের মধ্যেই এ বিষয়ে যে আগ্রহ ছিল, তা আমরা ৯ অধ্যায়ে দেখেছি। আবার, এও হতে পারে না যে, শৌল এমন কথা ভেবেছিল যে, সে যদি মালপত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, তাহলে তার নামে গুলি উঠবে না; কারণ শমূয়েলের মাধ্যমে সে ঈশ্বরের মনোনয়ন অনুসারে অভিষিক্ত হয়েছিল, ও তার পক্ষে বিভিন্ন চিহ্নও পেয়েছিল। তাই, জিনিসপত্রের মধ্যে নিজেকে লুকাবার পেছনে একমাত্র যে কারণকে আমরা নির্দেশ করতে পারি, তা হল, তার নম্রতা ও বিনয়। ধরা যেতে পারে, শৌল যেহেতু জানত যে, সে-ই নির্বাচিত হতে চলেছে, এবং নির্বাচিত হবার পর, তার জন্য যে বিশাল দায়িত্ব অপেক্ষা করে আছে, সেই কথা চিন্তা করে সে ভয়ে, কী করবে চিন্তা না করতে পেরে, নিজেকে লুকিয়েছিল। শৌলের এই মানসিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করাটা আমাদের কাছে তেমন কঠিন বিষয় নয়।

যাইহোক, ঈশ্বরের কথা মতো যখন শৌলের খোঁজ করা হল, তখন তাকে পাওয়া গেল এবং বলা হয়েছে, *"শৌল লেকদের মধ্যে দাঁড়ালে অন্য সকল লোক অপেক্ষা সে এক মাথা লম্বা হল"* (২৩ পদ)। ৯:২ পদে শৌলের যে দেহিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল, এখানে সেই কথারই পুনরুক্তি করা হয়েছে। শৌলের এই দেহিক গঠন, তাকে রাজা হিসাবে মেনে নিতে লোকদের মনে কাজ করেছে। অবশ্য, এখানে শৌলকে রাজা হিসাবে ইজ্রায়েলের কাছে পেশ করতে গিয়ে শৌলের পক্ষে কেবল একটি মাত্র গুণেরই কথা বলা হয়েছে, আর তা হল শৌলের দীর্ঘতা। কিন্তু তার এই বৈশিষ্ট্য ইজ্রায়েলের রাজা হবার জন্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ? কারণ, শৌলের পরবর্তী রাজা হিসাবে শমূয়েল যখন দাউদকে অভিষিক্ত করতে যাবে, তখন ঈশ্বর শমূয়েলকে এমন কথা বলবেন, *"তুমি ওর মুখশ্রী বা কায়িক দীর্ঘতার প্রতি দৃষ্টি দিও না; . . . কারণ মানুষ যা দেখে, তা কিছু না; যেহেতু মানুষ প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি করেন"* (১৬:৭)। যাইহোক, রাজা নির্বাচিত হবার সময় দীর্ঘাকৃতি শৌল যে নম্রতা ও বিনয় দেখিয়েছে, সে কি তা শেষ পর্যন্ত ধরে থাকতে পারবে? শৌল কি সেই মনের অধিকারী? সময়ই সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে।

গ। শৌলের এই নির্বাচনে অন্যদের প্রতিক্রিয়া *(Others Reaction at Saul's Election)*

ইজ্রায়েলের সমস্ত লোকদের মধ্য থেকে শৌলকে এইভাবে নির্বাচিত করার পর শমূয়েল লেকেদের বলল, *"এই ব্যক্তি সদাপ্রভুর মনোনীত; সমস্ত লোকের মধ্যে এই ব্যক্তির সমান কেউ নেই"* (২৪ পদ)। শৌলকে একজন বিচারক হিসাবে নয়, কিম্বা নায়ক হিসাবেও নয়; কিন্তু এখান থেকে শৌলকে ইজ্রায়েলের মেলেক্ বা রাজা হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এর দ্বারা ইজ্রায়েলের মধ্যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, তার অর্থ কী, তা কীভাবে কাজ করবে, সেই সমস্ত বিষয় শমূয়েল তাদের শিক্ষা দিল। এর অর্থ রাজার প্রতি প্রজাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার কথা এবং প্রজাদের প্রতি রাজার ইচ্ছা; এবং উভয়ের দায়িত্ব সম্বন্ধে শমূয়েল সেদিন শিক্ষা দিয়েছিল, যেন এর দ্বারা আগামী দিনে তাদের সম্পর্কের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যাকে এড়ানো সম্ভব হয়। ধরা যেতে পারে, সেই শিক্ষা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মূলত ২বিবরণ ১৭:১৪-২০ পদকে ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছিল। কেবল তা-ই নয়, শমূয়েল সেই সমস্ত কথা বা শিক্ষাকে লিপিবদ্ধ করে তাদের মধ্যে দলিল হিসাবে সদাপ্রভুর সামনে রাখল (যার অর্থ, আবাসতাম্বুর মধ্যে রেখেছিল, যেখানে মোশির বিধানও রাখা হয়েছিল)। তা সদাপ্রভুর সামনে রাখার দ্বারা যে সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে, তা হল, তাদের উপর মানুষ-রাজা থাকলেও, ঈশ্বরই তাদের প্রকৃত মহান-রাজা, যাঁর কর্তৃত্বের নিচে রাজা-প্রজা সকলেই বাসবাস করবে। মানুষ-রাজা সেই মহান-রাজার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করবে, সে নিজে ঈশ্বর হবে না। আর তাই, ইজ্রায়েলের রাজতন্ত্র তাদের প্রতিবেশি জাতির রাজাদের থেকে পৃথক।

এইভাবে, তারা যখন তাদের সেই অধীর আকাঙ্ক্ষার রাজাকে পেল, তখন তার প্রতি তাদের দুই ধরণের প্রতিক্রিয়াকে আমরা দেখতে পাই।

(১) ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া: ২৪খ পদে বলা হয়েছে, *"তখন সমস্ত লোক জয়ধ্বনি করে বলল, রাজা চিরজীবী হোন।"* এইভাবে বেশির ভাগ মানুষ দীর্ঘাকৃতি শৌলকে দেখে মুগ্ধ হয়ে, তাকে রাজা হিসাবে স্বীকার করেছিল; এবং তারাই শৌলের কাছে দর্শনীয় উপস্থিত করেছিল (২৭খ)। কেবল তা-ই নয়, ২৬ পদে আরও বলা হয়েছে, *"ঈশ্বর যাদের হৃদয় স্পর্শ করলেন, এমন এক দল সৈন্য শৌলের সঙ্গে গেল।"* আমরা এদেরকে এমন এক দল হিসাবে চিন্তা করতে পারি, যারা শৌলকে রাজ সম্বর্ধনা দিয়ে শৌলের বাড়ী, গিবিয়া পর্যন্ত সান্নিধ্য দিয়েছিল এবং সব সময়ের জন্য প্রস্তুত এমন সৈন্যদল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কারণ তারা শৌলের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনীদের পরাজিত করতে খুব বেশি আগ্রহী ছিল।

(২) নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া: ২৭ পদে বলা হয়েছে, *"কিন্তু পাষণ্ডদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, এই ব্যক্তি আমাদের কীভাবে নিস্তার করবে? তারা তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে দর্শনীয় দিল না।"* যেমন সর্বদা হয়ে থাকে, যখন কেউ হঠাৎ কোনও সম্মান বা উচু পদ লাভ করে, তখন কেউ কেউ তাকে হিংসা করে থাকে; এখানে তা-ই ঘটেছে। এখানে সেই সমস্ত লোকদের পাষণ্ড বলা হয়েছে, যে কথা এলির দুই ছেলের বিষয়ও বলা হয়েছিল (২:১২); যার অর্থ, মূল্যহীন বা অকাজের লোক *(worthless people, good for nothing)*। এখানে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, যারা এইরূপ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল, তারা ঈশ্বরেরই বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, যেহেতু শৌলকে ঈশ্বরই মনোনীত করেছিলেন। তাদের এমন প্রতিক্রিয়া দেখে শৌল কিন্তু নতুন দায়িত্ব যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পালন করেছে, যখন সে তাদের প্রতি নিরবতা অবলম্বন করেছে। তার এই আচরণ তার মুখের কথার থেকে বেশি কথা বলেছে। যাইহোক, একটি প্রশ্ন দিয়ে এই অধ্যায় শেষ হয়েছে, ***শৌল কীভাবে আমাদের নিস্তার করবে?*** পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পেতে চলেছি।

ইজ্রায়েল যেমন চেয়েছিল, ঈশ্বর তেমন তাদের উপর শৌলকে রাজা হিসাবে দিয়েছেন। সে স্বয়ং ঈশ্বরের মনোনীত। শৌল কোনও সস্তা রাজা নয়; সেই কাজের জন্য সে যথেষ্ঠ প্রতীভার অধিকারী। এতদূর পর্যন্ত তার বিষয় যা বলা হয়েছে, তা সবই তার রাজা হবার অনুকূলে বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি, এই শৌলের অন্তিম পরিণতি কত মর্মান্তিক: সকলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, অসম্মানজনক মৃত্যুকে এড়াতে নিজের অস্ত্রের উপর নিজে পড়ে আত্মহত্যা করবে। ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তির পরিণতি কেন এমন হয়েছিল?

আমাদের বুঝতে হবে, ইজ্রায়েল তাদের মানুষ-রাজা পেয়েছে। ঈশ্বরই তাদেরকে সেই রাজা দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল, এই পরিস্থিতিতে তারা কীভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের চুক্তি বজায় রাখবে? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা ১১:১৪-১২:২৫ পদে পাব– ইজ্রায়েলের মানুষ-রাজা তার ক্ষমতা ও অধিকারী সর্বোচ্চ ব্যক্তি নয়, কিন্তু সে-ও ঈশ্বরের বিধান ও ভাববাদীর কথার অধীন (১০:২৫; ১২:২৩)। তাঁর প্রজাদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য রাজা ঈশ্বরের হাতিয়ার হয়ে কাজ করবে, এবং প্রজাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজাও তাদের উপর ঈশ্বরের চূড়ান্ত সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করবে। কিন্তু ১৩-১৫ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব যে, শৌল এই শর্ত মেনে চলতে রাজি হবে না। ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সে শমূয়েলের কথা শুনবে না (১৩:১৩); অমালেকীয়দের সম্পূর্ণ সংহার করার বিষয় শমূয়েলের মাধ্যমে শৌলের প্রতি ঈশ্বরের বাক্যও শৌল পালন করবে না (১৫ অধ্যায়)। ফলস্বরূপ, ইজ্রায়েলের উপর ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে রাজত্ব করতে সে ব্যর্থ হবে। এরই ফলস্বরূপ, ইজ্রায়েলের উপর রাজার পদ থেকে শৌলকে বাতিল করা হবে (১৫:২৩)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com